RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, ১৪ সংখ্যা:, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৪ জুলাই - ২৭ জুলাই, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 27, Issue: 14, Cooch Behar, Friday, 14 July - 27 July, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সবুজ ঝড় অব্যাহত কোচবিহারে

পার্থ নিয়োগী: সারা রাজ্যের সাথে কোচবিহারেও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহারে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল তৃণমূল। জেলা পরিষদের ৩৪ টি আসনের মধ্যে ৩২ টিতে জয়ী হয় তৃণমূল। যার মধ্যে একটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয় তৃণমূল। টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি। ২০১৮ এর নির্বাচনে কোচবিহারে জেলা পরিষদের মোট আসন ছিল ৩৩ টি। যার মধ্যে ৩২ টিতে তৃণমূল জয়লাভ করে। আর ১ টিতে জেতে নির্দল প্রার্থী। পরে জয়ী নির্দল প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করায় বিরোধী শূন্য হয় কোচবিহার জেলা পরিষদ। সেদিক থেকে এবারের কোচবিহার জেলা পরিষদের দুটি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করায় বিরোধী শূন্য রইল না কোচবিহার জেলা পরিষদ। এই প্রথম কোচবিহার জেলা পরিষদে নির্বাচিত দুই বিজেপি প্রার্থীকে দেখা যাবে। তবে জেলা পরিষদে আলাদাভাবে বাম- কংগ্রেস জোট লড়াই করলেও শূন্য হাতে তাদের ফিরতে হয়েছে তাদের। পঞ্চায়েত সমিতিতেও জয়জয়াকার তৃণমূলের। ১২ টি পঞ্চায়েত সমিতির সব কয়টি গতবারের মত এবারেও গেছে তৃণমূলের দখলে। গ্রাম পঞ্চায়েতেও একইভাবে জয়ের ধারা বজায় রাখলেও এবার জেলার বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত গিয়েছে বিজেপির দখলে। যদিও সংখ্যার বিচারে তৃণমূলের অনেক পেছনে তারা। জেলার ১২৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১০১ টি দখল করেছে তৃণমূল। বিজেপি পেয়েছে ২২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত। উল্লেখ গত নির্বাচনে বিজেপির দখলে ছিল মাত্র ১ টি গ্রাম পঞ্চায়েত। সেদিক থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিজেপি কিছুটা হলেও ভাল ফল করেছে। তবে বাম-কংগ্রেস জোটকে এখানেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে।

রাজ্যসভায় টিএমসির মনোনীত প্রার্থী হলেন প্রকাশ চিক বড়াইক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার থেকে এই প্রথমবার রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন কোনো তপশিলি উপজাতির মানুষ। তিনি প্রকাশ চিক বড়াইক। বর্তমানে তিনি আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। চা বাগানের একজন কর্মী থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য। এরপর দলের জেলা সভাপতির দায়িত্ব। অবশেষে রাজ্যসভার দলের মনোনীত প্রার্থী প্রকাশ চিকবড়াইক। সোমবার প্রকাশের প্রার্থী হওয়ার খবর জানাজানি হতেই জেলার শাসক শিবিরে শুভেচ্ছার বন্যা বইতে থাকে। প্রকাশ চিক বড়াইক বলেন, 'দল যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। আগামী দিনেও দলের একজন অনুগত সৈনিক হিসেবে কাজ করে যাব।' দলের জেলা চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী জানিয়েছেন, এই প্রথম আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে রাজ্যসভার সাংসদ প্রার্থী হিসেবে একজনের নাম উঠে এলো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী সমাজের মানুষের প্রতি এবং তাঁদের উন্নয়নের দিকে যে বিশেষ নজর রাখেন প্রকাশকে প্রার্থী করা সেটাই প্রমাণ করলো।

ভোটের আগ মুহূর্তে জীবনের ভিডিওবার্তা, কটাক্ষ পার্থপ্রতিমের

নিজস্ব সংবাদদাতা: কয়েকদিন আগেই ভিডিও বার্তায় তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়কে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন কেলও চিফ জীবন সিংহ। পাল্টা কেলও চিফকে বিজেপির এজেন্ট হিসেবে তোপ দাগিয়েছেন পার্থ প্রতিম রায়। পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক আগ মুহূর্তে আবার ভিডিও বার্তায় পার্থপ্রতিম রায় আক্রমণ করলেন। এদিনের ভিডিও বার্তায় জীবনসিংহ বলেন নির্বাচনের নামে কলকাতার রাজনীতিবিদরা কোচ কামতাপুরের মাটিতে যে সন্ত্রাসবাদ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সকল মানুষের জেগে ওঠা উচিত। তার আক্রমণের উদ্দেশ্য যে শাসক তৃণমূল ছিল তা এদিনের ভিডিওতেই স্পষ্ট। যদিও এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি পূর্বোত্তর। এই ভিডিও প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, জীবন সিংয়ের এই বক্তব্যের কোন মূল্য নেই বিজেপি নেতাদের লেখা চিত্রনাট্যে তিনি বলে যাচ্ছেন যেহেতু ভোটের প্রচারের সময় শেষ তাই বিজেপি তাকে দিয়ে এভাবে প্রচার করাচ্ছে।

কোচবিহারে হিংসা আটকানো গেল না নির্বাচনে

পার্থ নিয়োগী: ব্যতিক্রমী হয়ে উঠতে পারল না এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহার। হিংসার চেনা ছবি আবার দেখা গেল গত ৮ জুলাই। নির্বাচনের দিন সকালেই ফলিমারিতে বিজেপির পোলিং এজেন্ট দুষ্কৃতিকারীদের গুলিতে নিহত হয়। এরপর থেকে বেলা গড়াতেই বাড়ল জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হিংসার ঘটনা সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটলো সেই দিনহাটাতেই। নির্বাচনের আগের রাতে তুফানগঞ্জে দুই তৃণমূল নেতাকে দুষ্কৃতিকারীরা আহত অবস্থায় তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভোটের দিন দুজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তির নাম গণেশ দাস তিনি রামপুরের তৃণমূল নেতা ছিলেন বলে জানা গেছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটায়। দিনহাটার ভাংনি পার্ট ১ গ্রামের ৭ /২৬২ নম্বর বুথে ভোট দিতে আসেন চিরঞ্জিত কার্জি নামে এক যুবক। সে সময় মোটরবাইকে চেপে কয়েকজনের দুষ্কৃতি দল এলোপাথরি গুলি চালালে গুলিবদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ভোট দিতে আসা ভোটার চিরঞ্জিত কার্জির।

দিনহাটা-১ নং ব্লকের বড়ভিটা গভঃ প্রাথমিক স্কুলের ৬/১৩০ বুথের ভেতর তান্ডব চালায় দুষ্কৃতিরা। গিতালদহের ঘুঘুমারিতে দুষ্কৃতিরা গুলি করলে রেজাউল করিম নামে এক বিজেপি কর্মী গুলিবিদ্ধ হন। সেই সাথে সেখানকার বিজেপি প্রার্থীর স্বামী গৌতম সরকারও গুলিবিদ্ধ হন। শীতলকুচিতে গুলিবিদ্ধ হয় এক তৃণমূল কর্মী। নাটাবাড়ির ২৮৯ বুথে ব্যালট লুট করে জলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। খাগড়াবাড়ির ২৩৬ নম্বর বুথে সিপিএম পোলিং এজেন্টের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠে। সিপিএমের তরফে এখানে পালটা তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ করা হয়। কোচবিহার-১ নং ব্লকের পাটছড়া, ঘুঘুমারিতে ভোটারদের ভোটদানে বাঁধা দিলে স্থানীয় ভোটাররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পরে তাদের ভোট দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অনুপস্থিতি নিয়ে সাধারণের মধ্যে বেশ ক্ষোভ লক্ষ করা যায়। তবে সব মিলিয়ে নির্বাচনের দিনে তিনজনের মৃত্যু কোচবিহারের বুকে নির্বাচনকে কলঙ্কিত করল।

কোচবিহার সাব ডিভিশনাল প্রেসক্লাবের ধিক্কার মিছিল ও বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটের ছবি তুলতে গিয়ে আক্রান্ত জলপাইগুড়ি ও মালদা জেলার সাংবাদিকরা। তারই প্রতিবাদে আন্দোলনের সরব হলেন কোচবিহার সাব ডিবিশনাল প্রেসক্লাবের সদস্যরা। কোচবিহার শহরে সাংবাদিকরা প্রতিবাদ সংঘটিত করে। কোচবিহার সাগরদিঘি স্কয়ার থেকে ধিক্কার মিছিল বের হয়ে শহর পরিক্রমা করে জেলা পুলিশ দফতরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে।

জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের নাথুয়াহাটের ১৫/৪১ নং বুথের ঘটনা। আক্রান্ত হয়েছেন বিভিন্ন চ্যানেল ও পত্রিকার বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। তাদের মধ্যে ৬ জন সাংবাদিক গুরুতর জখম। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ এভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় নিন্দার ঝড় সর্বত্র। প্রায় ৪০-৫০জন দুষ্কৃতীরা সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয়। পরে সকলকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ৬ জন গুরুতর জখম হওয়ায় ধূপগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গুরুতর জখম সাংবাদিকদের জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

কোচবিহার সাব ডিভিশনাল প্রেস ক্লাবের সম্পাদক সুমন কল্যাণ ভদ্র বলেন, সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় সারা ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মাঝে মাঝেই সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। এরকম ঘটনা যেন না ঘটে প্রশাসন যেন করা পদক্ষেপ নেয় এই আবেদন রাখছি।

বিশিষ্ট সাংবাদিক অরবিন্দ ভট্টাচার্য বলেন, সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনা অত্যন্ত নক্কারজনক প্রশাসনের কাছে তিনি দাবি রাখেন আক্রমণকারী দুষ্কৃতিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

রাজ্যসভার সাংসদ পদের প্রার্থী হলেন অনন্ত মহারাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপি পক্ষ থেকে রাজ্যসভার সাংসদ পদের প্রার্থী হলেন অনন্ত মহারাজ। অনন্ত মহারাজের নাম ঘোষণা হতেই কোচবিহার থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন অনন্ত মহারাজ। আজ সকালেই তিনি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। গতকাল বিকেলে অনন্ত মহারাজের বাড়িতে গিয়ে অনন্ত মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সেই সময় অনন্ত মহারাজ জানিয়েছিলেন তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং সেই প্রস্তাবে তিনি রাজি হয়েছেন। তার পরই তার নাম ঘোষণা করে বিজেপি। অনন্ত মহারাজ দীর্ঘদিন অরাজনৈতিক সাংগঠনিকভাবে কোচবিহার জেলাকে পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করেছেন। এবার বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী হতেই শুরু হয়েছে জল্পনা। তৃণমূলের পক্ষ থেকে রাজনৈতিকভাবে সমালোচনা করেন তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়।

টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে যুবককে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: পাওনা টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে এক যুবককে গলায় চাকু মেরে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার ছবিপাড়া এলাকায়। আক্রান্ত যুবকের নাম শহিদুল ইসলাম বয়স ২৭ বছর। বাড়ির মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার জোতমনসা এলাকায়। অভিযুক্ত আবু তালেব শেখের বিরুদ্ধে মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় বিগত কয়েক মাস আগে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিল অভিযুক্ত আবু তালেব শেখ শহিদুলের কাছে বলে জানা যায়। সেই টাকা আজ দেওয়ার কথা ছিল আবু তালেব শেখের। টাকা দেওয়ার জন্য মোথাবাড়ি থানার ছবিপাড়ায় এলাকায় ডাকে শহিদুল ইসলামকে। এরপর শহিদুল ইসলাম টাকা গোনার সময় শহিদুলকে চাকু মারে অভিযুক্ত আবুতালেব শেখ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে আক্রান্ত যুবককে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ

তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটের একদিন আগেই রাতের অন্ধকারে গীতালদহে তৃণমূল কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর ও বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির ঘটনা ঘটলো। অভিযোগ উঠলো কংগ্রেস প্রার্থীর স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা অভিযোগ কংগ্রেসের। হাসানুজ্জামান নামে দিনহাটা-১ নং ব্লকের গিতালদহ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা গীতালদহ গ্রামের ওই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর অভিযোগ গতকাল রাতে যখন তিনি তাদের দলীয় প্রার্থী রেশমি সুলতানার প্রচারে বেরিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় তার কাছে ফোন আসে ওই একই বুথের কংগ্রেস প্রার্থী মর্জিনা বেগমের স্বামী শাহানুর ইসলাম বেশ কিছু কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এসে তার বাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং বোমাবাজি করে। একই অভিযোগ হাসানুজ্জামানের মা সাহারা বিবির। তিনিও জানান যখন তার ছেলে প্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিল ঠিক সেই সময় স্থানীয় কংগ্রেস প্রার্থীর স্বামী শাহানুর ইসলাম এসে তাদের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে। যদিও সেই বোমা ফাটেনি বলে জানান তিনি। সাহারা বিবি আরো জানান, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ বাহিনী এসে বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

মালদায় এসে বিরোধীদের কটাক্ষ করলেন জোড়াসাঁকোর বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: অভিষেক ব্যানার্জীর নব জোয়ার কর্মসূচি জন জোয়ারে পরিণত হয়েছিল। তার সাফল্য দেখতে পাওয়া গেল। তার পাশাপাশি দিদির স্বপ্নের লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সাথী মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নির্বাচনী প্রচারে জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার পথে মালদা টাউন স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন জোড়াসাঁকোর বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি সেলের রাজ্য সভাপতি বিবেক গুপ্তা। বৃহস্পতিবার বিকেলে বন্দে ভারত ট্রেনে করে কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে মালদা টাউন স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। মালদা টাউন স্টেশনে তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি সেলের রাজ্য সভাপতির সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মালদা জেলা হিন্দি সেলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারি, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র সরকার, এমডি অভিষেক, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বন্দে ভারত ট্রেনে করে কলকাতা ফেরার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিবেক গুপ্তা বলেন, অভিষেক ব্যানার্জীর নব জোয়ার থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক প্রকল্পের ব্যাপক সাড়া দেখতে পাওয়া গেল। তার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বিরোধীদের কটাক্ষ করেন। তিনি জানান কংগ্রেস সিপিএম এবং বিজেপি একসাথে জোট বেঁধেছে দিদিকে হঠাবার জন্য। কিন্তু বাংলার মানুষ দিদির পাশে আছেন। বাংলার মানুষকে নিয়ে আগামীতে দিল্লির বুকে আন্দোলন গড়ে তুলবেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যালট বাক্স নয়ানজুলিতে, নির্দল ও তৃণমূলের চাপানউতোর

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর দিনাজপুর: ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বরহনগছ বুথে ব্যালট বাক্স লুট করে নয়ানজুলিতে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার দায় নিয়ে নির্দল ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ওই এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতির নির্দল প্রার্থী রফিক আলমের অভিযোগ, ওই বুথে গন্ডগোলের আশঙ্কা বুঝতে পেরে আমরা স্থানীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে ফোন করি তারপর কেন্দ্রীয় বাহিনী আসে। কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যেতেই পরাজয় বুঝতে পেরে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বুথে ঢুকে ব্যালট বাক্স লুট করে পাশের নয়নজুলিতে ফেলে দেয়,যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা অভিযোগের দায় অস্বীকার করেছে। ঘটনার পর এলাকার পরিস্থিতি থমথমে।

নির্বাচনে অশান্তির মাঝেও শান্তির বার্তা তিন মহিলা প্রার্থীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: গোটা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে যখন একের পর এক অশান্তির ঘটনা ঘটছে, রক্ত ঝরছে, আর সেই সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর হিসেবে উঠে আসছে দিনহাটার নাম। ঠিক সেই সময়েই এক বিরল দৃশ্যের সাক্ষী থাকলো দিনহাটা। পুনঃনির্বাচনে দিনহাটার ৭/২৭৬ নম্বর বুথের বিজেপি তৃণমূল এবং সিপিআইএম প্রার্থীকে দেখা গেল সব সময় একসাথে বসে থাকতে, একে অপরকে পান খাওয়াতে এবং নিজেদের খাবার ভাগ করে খেতে। ৭/২৭৬ নম্বর বুথে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে একদিকে যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন উশারানি বর্মন, অপরদিকে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অনিতা দেবনাথ এবং সিপিআইএমের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাবলি পাল দেবনাথ। তিন দলের এই তিন প্রার্থী জানান, ভোট আসবে ভোট যাবে, কিন্তু এলাকায় তাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। তাই কোন রকম অশান্তি নয় জনগণ যাকে চাইবে সেই আগামী দিনে পঞ্চায়েত হিসেবে নির্বাচিত হবেন। আর সেই জন্যই তারাও আজ একসাথে রয়েছেন। তারা আরো জানান পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারের সময়ও তারা একসাথে ছিলেন। গত ৮ তারিখ বাইরে থেকে একদল দুষ্কৃতীরা এসে তাদের বুথে গন্ডগোল পাকায় আর তার জন্যই পুনরায় আজ নির্বাচন হচ্ছে।

ভোটের লড়াইয়ে না থেকেও দলের হয়ে অনুগত সৈনিকের কাজ করে যাচ্ছেন শুচিস্মিতা

পার্থ নিয়োগী: তিনি কোচবিহার জেলা তৃণমূলের এক দাপুটে নেত্রী বর্তমানে মহিলা তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সভাপতি। জেলা পরিষদে টিকিট না পেয়ে তার সাংবাদিক সম্মেলন শুনে অনেকেই সিদুরে মেঘ দেখেছিল ভেবেছিল সে বোধ হয় বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। কিন্তু তিনি যা বলেন সেটাই করেন। বলেছিলেন দলের প্রার্থীদের জেতার জন্য যা যা দরকার সেটা তিনি করবেন আর সেটাই গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটের করে দেখাচ্ছেন কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেবশর্মা। খুলি বৈঠক থেকে বড় জনসভা সবেতেই দেখা যাচ্ছে তার অগ্রণী ভূমিকা মহিলা মহলও বেশ চাঙ্গা দলের ভালো ফলাফল নিয়ে আশাবাদী শুচিস্মিতা নিজেও। এখন ফল বেড়ালে দেখতে হবে শুচিস্মিতার সেই স্বপ্নের কতটা বাস্তবায়ন হয়?

পরিদর্শনে জলপাইগুড়ি জেলার বিশেষ পর্যবেক্ষক সুজাতা বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: নির্বাচনের পর থেকেই রাজগঞ্জ ব্লকের জুম্মাগছে সিপিআইএম ও কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালাতে শুরু করে পুলিশ এবং তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। শনিবার রাত থেকে রবিবার রাত পর্যন্ত দফায় দফায় চালানো হয় হামলা। খুঁজে খুঁজে জোট প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায় পুলিশ বলে অভিযোগ। লুট করে নেওয়া হয় টাকা-পয়সা সহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। পুনর্নির্বাচনে ভোট দিতে গেলে গ্রেফতার করে নেওয়ার হুমকিও দেয় পুলিশ বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর থেকেই ঘর ছাড়া বহু কর্মী সমর্থক। থমথমে পরিবেশ রয়েছে জুম্মাগছ সহ চতুরাগছ, খোয়ারকাটা গ্রামে। নথি নিয়ে নেওয়ার ফলে এদিন ভোট দিতে পারেননি অনেকে। সোমবার পুনঃনির্বাচনের দিন জুম্মাগছের ওই বুথ পরিদর্শনে যান জলপাইগুড়ি জেলার বিশেষ পর্যবেক্ষক সুজাতা বসু। আর তাকে সামনে পেয়েই তৃণমূল এবং পুলিশি অত্যাচারের কথা তুলে ধরে নিগৃহীত পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন সুজাতা বসু। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় ভোট কেন্দ্রে প্রয়াত মাধব বিশ্বাসের পরিবার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার-১ নম্বর ব্লকের ফলিমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৮ নম্বর বুথে বিজেপির এজেন্ট মাধব বিশ্বাসের মৃত্যুর পর শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। আজ ৩৮ নম্বর বুথে পুনঃনির্বাচন। নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই ৩৮ নম্বর বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন। কিন্তু সেই লম্বা লাইনে দেখা মিলল না মাধব বিশ্বাসের পরিবারের। মাধব বিশ্বাসের পরিবার একদিকে যেমন শোকাহত অন্যদিকে আতঙ্কে নিজেদের ঘর বন্ধ করে রেখেছেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও আতঙ্কের কারণে তারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার সাহস জোগাতে পারছিল না। তারা চাইছিল নিরাপত্তা। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গেলে আবার যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই আতঙ্কেই তারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়া থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল। সংবাদমাধ্যম তাদের বাড়ি পৌঁছতেই তারা দাবি জানায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য তারা নিরাপত্তা চায়। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বরা আশ্বস্ত করলেও তারা সাহস জোগাতে পারে না। অবশেষে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় পুলিশ ভ্যানে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় এবং পুলিশের সহযোগিতায় তারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। তাদের ভোটাধিকারের পর তারা একটাই দাবি জানায় মাধব বিশ্বাসের মৃত্যুর বিচার চায়।

প্রশান্ত খুনের কিনারা

ঘটনার পুনঃনির্মাণ করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটার বিজেপি নেতা প্রশান্ত রায় বসুনিয়ার খুনের কিনারা করলো দিনহাটা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে ঘটনার কয়েকদিন পরেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বাপ্পা মোদককে। আর তারপরেই তাকে জেরা করে সমস্ত ঘটনা পুনঃরুদ্ধার করে দিনহাটা থানার পুলিশ। আর বাপ্পা মোদকের সেই জবানবন্দীর ভিত্তিতেই আজ সোমবার দুপুরে দিনহাটা শিমুলতলায় সেই বিজেপি নেতা প্রশান্ত রায় বসুনিয়ার বাড়িতে গিয়ে সেই খুনের ঘটনার পুনঃনির্মাণ করল দিনহাটা থানার পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা থানার আইসি সুরজ থাপা, দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ব্রিদিব সরকার সহ পুলিশের একাধিক পদস্থ আধিকারিক।

এদিন পুনঃনির্মাণের সময় ঘটনার সময়কার বিবরণ পুলিশের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি অভিযুক্ত বাপ্পা মোদক স্পষ্ট দিয়ে জানিয়ে দেয় সেখানে সেদিন কে কে ছিল এবং সেদিন কি হয়েছিল এবং সে আরো জানায় ২রা জুন খুনের দিনের ৩ দিন আগে থেকে সে ওই বাড়িতে ছিল। যদিও প্রশান্ত রায় বসুনিয়ার মা বাপ্পা মোদককে চিনতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং পরবর্তীতে সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রশান্তর মা সুচিত্রা রায় বসুনিয়া জানান ছেলে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে বাড়িতে অনেকেই আসতো, তাই তিনি সকলকে চেনেন না। সাংবাদিকদের সামনে তিনি আরো জানান, ছেলের খুনের ঘটনায় তিনি যে ১২ জনের নামে অভিযোগ করেছেন সেই ১২ জনকেও সম্পূর্ণরূপে চেনেন না তিনি।

সাহেবগঞ্জে বিজেপি প্রার্থীর শ্বশুরকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: সাহেবগঞ্জ অঞ্চলের ৭/৮৮ বুথের গর্ভডাঙ্গা এলাকায় বিজেপি প্রার্থীর শ্বশুরকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে, ভর্তি দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটে এই ঘটনা। বিজেপির তরফ থেকে বিজেপি প্রার্থী পারুল রায় সরকারের স্বামী উত্তম কুমার রায় সরকার বলেন আমি রাতে মিটিংয়ে গেছিলাম সেই সময় শুনতে পাই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিজেপির দলীয় প্রার্থীর ফ্লেক্স ছিড়ে দেওয়ার সঙ্গে প্রার্থীর অর্থাৎ তার বাড়িতে হুমকি দিচ্ছে। খবর পেয়ে দ্রুত তিনি বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছালে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে তারা জানান। অভিযোগ রাত আনুমানিক দুটো নাগাদ আবারও তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা বিজেপি প্রার্থীর কাকা শ্বশুরের বাড়িতে এসে হুমকি পাশাপাশি বাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা করে তখন বৃদ্ধ কাকা সুকারু বর্মন বাইরে বেরিয়ে এলে তাকে মারধর করে। রবিবার সেই কারণে আহত সুকারু বর্মন দিনহাটা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়। তবে বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। সংশ্লিষ্ট বুথের তৃণমূল প্রার্থীর স্বামী দীননাথ বর্মন পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, রাতে তিনি যখন দলীয় কর্মসূচি সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তখন বিজেপি লোকজন তার উপর হামলা চালায়। তবে নির্বাচনের মুখে বিজেপি তৃণমূল উভয় দলের একে অপরের পাল্টা অভিযোগকে ঘিরে রাজনৈতিক সরগরম সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

সিতাই বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচার করলেন নিশীথ প্রামাণিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বিজেপির দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে দিনহাটা- ১ নং ব্লক ও সিতাই বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। মন্ত্রী এদিন বিভিন্ন এলাকায় তাদের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে রোড শো করার পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষদের সঙ্গে জনসংযোগ কর্মসূচি সেরে নেন। আর এদিন নিউ গিতালদহে দীপা সরকার ছেত্রীর সমর্থনে এসে মন্ত্রী নিশীথ জানান, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আবহে গোটা পশ্চিমবাংলায় যেভাবে সন্ত্রাস হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে দলীয় প্রার্থী সহ সহকর্মীদের ভরসা যোগাতে তারা সবসময় দলীয় কর্মী ও প্রার্থীদের পাশে রয়েছেন। নিশীথ আরো বলেন, কোচবিহার সহ দিনহাটা-১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বেশিরভাগ আসন ও গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করবে ভারতীয় জনতা পার্টি। এদিন নিশীথের রোডশো কে কেন্দ্র করে কার্যত এলাকায় এলাকায় মানুষের ঢল নামে।

কোচবিহারে সুকান্ত মজুমদারের নির্বাচনী প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার জেলায় নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কোচবিহারের আকরারহাট এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের নিয়ে রোড শো করেন তিনি। আকরারহাটের পাশাপাশি চান্দামারী, চিলকিরহাট এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে রোড শো করেন তিনি। চান্দামারী এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার-১ নম্বর ব্লকের সম্পাদক প্রাণেশ রায়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন।

অনন্ত মহারাজের সঙ্গে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জিসিপিএ সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজের সাথে দেখা করতে এলেন তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে এই সাক্ষাৎকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এমনটাই মত ওয়াকিবহুল মহলের। কোচবিহার জেলা তথা উত্তরবঙ্গে রাজবংশী পথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই জায়গায় অনন্ত মহারাজের পৃথক রাজ্যের দাবিকে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন না করলেও বিভিন্ন সময়ে অনন্ত মহারাজের বাড়িতে আসতে দেখা যায় তৃণমূল নেতাদের। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দুইদিন আগে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্ত মহারাজের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ স্বাভাবিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

অবৈধ সম্পর্কের জেরে ছুরিকাহত যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দীর্ঘদিন থেকে অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক এক যুবকের, তবে হাতেনাতে ধরা পড়তেই ওই স্ত্রীর স্বামীর কাছে ছুরিকাঘাত হলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা-১ নং ব্লকের ওকরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চধজি এলাকায়। ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় সংশ্লিষ্ট এলাকায়। আক্রান্ত যুবককে ঘটনাস্থল থেকে তড়িঘড়ি দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় দিনহাটা-১ নং ব্লকের ওকরাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চধজি এলাকার এক ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতো ওই এলাকার এক যুবক। তবে বুধবার সন্ধ্যায় সব পর্দা ফাঁস হয়ে যায়, অভিযুক্ত যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে পরিবার। এরপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে যুবকের পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করে ওই ব্যক্তি জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

চকচকায় তৃণমূলের ভরসা ছাত্র যুব নেতারা

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার শহর সংলগ্ন দুই নম্বর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত গুলির অন্যতম হলো চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েত। কৃষি ও শিল্পের সহাবস্থান এই চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জেলার একমাত্র শিল্পকেন্দ্রটি এই গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত। এখানেই আবার গ্রেটার নেতা অনন্ত মহারাজের বাসস্থান। এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কৃষিজ পণ্যের মধ্যে উৎপন্ন হয় আলু পাট তামাকের মত কৃষিজ পণ্য এখানে আছে বেশ কয়েকটি হিমঘর। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের সংলগ্ন কোচবিহার বিমানবন্দর আবার এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আছে। জেলার সবচেয়ে বড় রেল স্টেশন নিউ কুচবিহার জংশন হলে সবকিছু দিক থেকে চকচকা ভৌগলিক অবস্থান এখানকার পঞ্চায়েত ভোটকে করে তুলেছে আরো আকর্ষণীয়। ঐতিহাসিক দিক থেকেও চকচকার গুরুত্ব অনেকখানি। একটা সময় নীল চাষ হত এখানে। এখনও আছে সেই নীলচাষের মাঠ। যা নীলকুঠির মাঠ নামে পরিচিত। সেই চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েতে এবার তৃণমূলের জয়ের লক্ষে ভোটের ময়দানে নেমেছে শুভঙ্কর দেবনাথের নেতৃত্বে একদল ছাত্র যুব। একসময়ের কোচবিহার জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা বর্তমানের চকচকা অঞ্চলের যুব তৃণমূলের সহ-সভাপতি শুভঙ্কর দেবনাথের নেতৃত্বে এই ছাত্র যুব দলটি চকচককার বিভিন্ন প্রান্তে এবং এর বাইরে ও দলের হয়ে প্রচার করছে। সমগ্র চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত আসন ও তিনটি পঞ্চায়েত সমিতির আসন ও একটি জেলা পরিষদে দলের প্রার্থীকে জেতাতে দিনরাত চলছে এই ছাত্র যুবদের প্রচার এই প্রসঙ্গে শুভঙ্কর দেবনাথ বলেন, জন্মলগ্ন থেকেই আমরা তৃণমূল করি। স্বাভাবিকভাবেই দলের প্রার্থীদের তাই দলের প্রতি টান থেকেই এ কাজ করছি। বিশেষ করে তাদের দেখা গেল চকচকা অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী নিয়ে প্রচার করতে। সেই প্রসঙ্গে শুভঙ্কর দেবনাথ বললেন তৃণমূল জন্মের পর থেকেই প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই জিতে আসছেন দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে এই অঞ্চলে নকুলবাবু। এবার জিতলে টানা ছয়বার তিনি জয়লাভ করবেন। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি আমাদের দুর্বলতা একটু বেশি এই কারণেই আমরা তাকে নিয়ে প্রচারটা একটু বেশি করছি। তবে সবারই ফল ভালো হবে বলে শুভঙ্করবাবু দাবি করেন।

মালদার গাজোলে শৌচালয়ের মধ্যে চলছে মধুচক্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: মালদার গাজোলে শৌচালয়ের মধ্যে চলছে মধুচক্রের ব্যবসার অভিযোগ। একজন পুরুষ ও একজন নারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশের হাতে এক যুবক ও এক গৃহবধূকে তুলে দিয়ে সরব হন তাঁরা। ঘটনাটি গাজোল থানার বিদ্রোহী মোড় এলাকার। সংশ্লিষ্ট অটো ইউনিয়ন সংলগ্ন শৌচালয়ের অন্যান্য পড়ে থাকা ঘরে বেশ কয়েক বছর ধরে রমরমিয়ে চলছে মধুচক্রের ব্যবসা অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, সরকারি দপ্তরের শৌচালয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে মধুচক্রের ব্যবসা। এদিন আমরা হাতেনাতে এক যুবক ও এক গৃহবধূকে ধরে ফেলি। তারপর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। গোটা গাজোলের বুকে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে পুলিশকে জানানো হয়েছে। গাজোলের পরিবেশ কিছুতেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। মধুচক্রে ধৃত যুবকের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে বলে জানা গিয়েছে।

সিপিআইএম প্রার্থী ও কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: মঙ্গলবার গভীর রাতে ফের উত্তপ্ত দিনহাটা সিপিআইএম প্রার্থী ও তার কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে তীর, বোমাবাজি ও কর্মীদের মারধরের অভিযোগ। ঘটনায় তীর বিদ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মনোয়ার মিয়া নামে এক সিপিএম কর্মী দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। গভীর রাতে এই ঘটনাস্থলে যায় দিনহাটা থানার বিশাল পুলিশবাহিনী।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দিনহাটা-১ নং ব্লকের বড় শৌলমারী অঞ্চলের ছিট মদনাকুড়ার ৬/২০৮ নম্বর বুথের সিপিআইএম প্রার্থী ফরিদা খাতুন বিবি ও তার কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে মঙ্গলবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী বোমাবাজি, তীর ও কর্মীদের মারধর চালায়। ঘটনায় তীর বিদ্ধ হয় এক সিপিআইএম কর্মী। বোমার বিকট শব্দ শুনে গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। তীর বিদ্ধ সিপিআইএম কর্মী মনোয়ার মিয়ার ভাই মনিরুল মিয়া বলেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মিটিং মিছিল করার পরেই তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা আমাদের হুমকি দেয়। গভীর রাত্রিবেলা এসে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তীর, বোমাবাজি এবং আমাদের কর্মীদের মারধর করে। পরে গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়।

অভিযোগ অস্বীকার করে এই বিষয়ে বুধবার সকাল আটটা নাগাদ বড়শৌলমারী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আবু হোসেন ব্যাপারী বলেন, এটা একটা সাজানো নাটক এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত নেই।

চলল গুলি পড়ল বোমা

বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ

কোচবিহার: ফের উত্তপ্ত দিনহাটা। বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তিনজন গুলিবিদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটার বামনহাট-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালমাটি এলাকায়। আহতদের বামনহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে তাদের কোচবিহারে রেফার করা হয়। বর্তমানে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তারা। গত কালকের এই ঘটনায় হামলাকারীদের মধ্যে একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা গোটা এলাকায়। অভিযোগ ৭/২০৭ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী লিপিকা বর্মনের বাড়ির সামনে বিজেপি কর্মীরা বসে ছিল। সেই সময় কয়েকটি বাইকে বেশ

কয়েকজন তৃণমূলের দুষ্কৃতী এসে প্রথমে দুটি বোম ছোরে এবং গুলি চালাতে শুরু করে। সেই গুলিতে ৩ জন বিজেপি কর্মী আহত হয়। এছাড়াও একজন মাথায় আঘাত লাগে।

সম্পাদকীয়

অশনি সংকেত

মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়, আড়ালে তার সূর্য্য হাসে। হয়ত আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম দীর্ঘদিনের নির্বাচনের ট্র্যাডিশন ভেঙ্গে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে শান্তির সূর্য্যের দেখা মিলবে। কিন্তু সেগুড়ে বালি। এবারও রক্তাক্ত হয়ে উঠল পঞ্চায়েত নির্বাচন। কোচবিহারের মত শান্তিপূর্ণ জেলাতেও ৩ জনের মৃত্যুর হল নির্বাচনের দিন। সবচেয়ে খারাপ লাগে ভোট দিতে এসে দুষ্কৃতিদের গুলিতে প্রাণ হারালেন দিনহাটার যুবক মৃত্যুঞ্জয় কার্জি। রাজনৈতিক কর্মীদের কথা অনেকে দূরের। যেখানে সাধারণ ভোটারের নিরাপত্তা নেই সেখানে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কোথাও ব্যালট বাক্সে জল ঢেলে দেওয়া হল তো আবার কোথাও কালি ঢেলে দেওয়া হল। পুকুরেও ব্যালট ভর্তি বাক্স ফেলে দেওয়ার ছবিও আধুনিক সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। মাথাভাঙ্গায় ব্যালট বাক্স হাতে নিয়ে এক কিশোরের দৌড় দেখে মনে হল গণতন্ত্র লুটের আর কি বাকি থাকল? বাদ গেল না গণনার দিনেও। কোথাও ব্যালেট বাক্সে কালি ঢেলে দিচ্ছে স্বয়ং প্রার্থী আবার কোথাও ব্যালট পেপার গিলে খেতে দেখা গেল দলীয় কর্মীকে। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ পঞ্চায়েত ভাবনার আরেকবার সলিল সমাধি ঘটল এই নির্বাচনে।

কবিতা

বিষাদসিন্ধু

.... ডাক্তার আব্দুর রহমান রহিম

যাক গে ওসব পাওয়া না
পাওয়ার হিসেব নিকেশ
চলো ভেসে যাই সন্ধ্যা নদীর স্রোতে
ভেসে ভেসে দূরে জীবন থেকে অনেক দূরে
হারিয়ে যাই রক্তে রাঙা
গোধূলির অন্ধকারে।
সবই হারায় একদিন আলোতে ছায়াতে
খুঁজে ফিরে বালিকার দুপুরবেলা
ঘাস ফড়িঙের পিছে পিছে ছুটে চলার
সেই হিরন্ময় সময়।
নেহাতই ছলনায় তুমি কতটুকু
আমাকে ভুলাবে
বেদনার নিবিড় কান্না কতটুকু
তুমি লুকাবে
নিজের কাছেই হার মেনে অবশেষে
বিষাদসিন্ধু বুকে নিয়ে দিগন্তে হারাবে!

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, দেবাশীষ চক্রবর্তী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

ধর্মাচরণ ? নাকি হুজুগ মাত্র !

..... শৌভিক রায়

হাসপাতালের দুশো মিটারের মধ্যে তারস্বরে ডিজে বাজছে। শোনা যাচ্ছে হংসরাজ রঘুবংশী সহ আরও অনেকের গান। দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে গাওয়া সে সব গানে যন্ত্রের এত বেশি ব্যবহার যে, গমগমে শব্দ বুকের মধ্যে ধাক্কা মারে। ওই আওয়াজের মধ্যেই ছোট ছোট প্যান্ডেলে দীর্ঘ লাইন পড়েছে শিবলিঙ্গে জল বা দুধ ঢালার জন্য। লাইনে সুবেশা তরুণী থেকে মাঝবয়সী প্রত্যেকেই রয়েছেন।

ধর্মীয় কোনও উৎসব যাপনের এই চিত্রটি এখন অতি সাধারণ। উত্তরের সব জনপদে, বড়-মেজো-ছোট অলিগলিতে, শিবরাত্রি সহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন আজকাল যথেষ্ট জোশ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। গত শ্রাবণ মাসে কোচবিহারের বানেশ্বরের ও জলপাইগুড়ির জল্পেশের রাস্তায় আগত পুণ্যার্থীদের জন্য একের পর এক জলসত্র দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। অবশ্য সেগুলিতে যে আওয়াজে ডিজে বাজছিল, তাতে এলাকাবাসীর জন্য কষ্টই হচ্ছিল।

এই ছবিগুলিকে খন্ড চিত্র মনে হলে ভুল করা হবে। আজকাল ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ চোখে পড়ে, তা কিন্তু কয়েক দশক আগেও ছিল না। সব সম্প্রদায়ের মানুষই এখন নিজেদের ধর্মকে যেন তুলে ধরতে ব্যস্ত। আর তার জন্য যতটা দেখনদারি সম্ভব, ঠিক ততটাই করা হচ্ছে। এতে কারও অসুবিধে হোক বা ভাবাবেগে আঘাত লাগুক, কার কী এসে যায়! কারও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ধর্মাচারণ নিয়ে বলবার কিছু নেই। এই লেখার উদ্দেশ্য সেটিও নয়। প্রশ্ন হল, ধর্মাচারণের এই ব্যাপকতা আদৌ কি ধর্মকে ভালবেসে নাকি স্রেফ হুজুগে? চারদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে কিন্তু একে হুজুগ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। তা না হলে, এই উন্মাদনা কেন? ভক্তি ও শ্রদ্ধা কোথায়? সমর্পণই বা নেই কেন! এ তো স্রেফ 'তোমার পুজোর ছলে' আরাধ্যকে তো বটেই, নিজেকেও ভুলে থাকা!

সমস্যা হল, এই 'ভুলে থাকা' কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে নয়। সকলেই একই দোষে দুষ্ট। আজকাল সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে স্কুল কলেজ থেকে যে সংখ্যক ছাত্র উপাসনা করতে চলে যায় সেটা লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে এমনটি আগে দেখিনি। এই অভিজ্ঞতা সাম্প্রতিককালের। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিভিন্ন জনপদে ইদানিং ভোর থেকে শুরু করে দফায় দফায় প্রার্থনা শোনানোর যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেটি মারাত্মক। এতে চুলোয় যাচ্ছে শব্দবিধি। সবাই দেখছি, শুনছি। কেউ কিছুই বলছি না। কেননা, কিছু বললেই গায়ে সেঁটে যাবে কিছু নির্দিষ্ট শব্দ।

এতেও হয়ত আপত্তি ছিল না। কিন্তু যখন দেখি 'ধর্ম' শব্দটির তাৎপর্য পাল্টে যাচ্ছে একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদগারে, ভয়টা তখন বাড়ে। এ কোনদিকে চলেছি আমরা? 'ধর্ম' মানে তো ধারণ করা। মানুষ ধারণ করে আছে মানবিকতা, নমনীয়তা। পৃথিবীর সব ধর্মই বলে এর চাইতে বড় আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু কোথায় তা?

ধর্মাচারণ হোক। কিন্তু সেটা যেন গণ হিস্টিরিয়ায় পরিণত না হয়। আসলে যে কোনও উন্মাদনাই আখেরে ক্ষতি আনে। এটা ভুলে গেলে ক্ষতি আমাদেরই! কেননা এই উন্মাদনা আমাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ধর্ম পালন করতে গিয়ে অধর্মের হাত ধরছি আমরা।

অনলাইন ম্যাগাজিন নেট ফড়িং

দেবাশিষ চক্রবর্তী: নেট ফড়িঙের পথচলা শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর। মূলত অনলাইন ম্যাগাজিন হিসেবেই পথচলা শুরু হয়েছিল নেট ফড়িঙের। প্রবীণ লেখক-লেখিকাদের সাথে নবীন লেখক-লেখিকাদের মেলবন্ধন করা ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। ইন্টারনেট, মুঠোফোন, ল্যাপটপ এর মাধ্যমে কালক্রমে সারা বিশ্বব্যাপী পাঠকদের কাছে পৌঁছে গেছে নেট ফড়িং। ১০ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ প্রকাশিত হয় নেট ফড়িং এর প্রথম অনলাইন সংখ্যা। তার পরবর্তীতে অনলাইনের পাশাপাশি প্রকাশ করা হয়েছে বেশ কিছু মুদ্রণ সংখ্যাও। দুর্গাপূজা, বইমেলা, বাংলা নববর্ষে সেই সংখ্যাগুলো প্রকাশিত হয়েছে নতুন আঙ্গিকে। সেইসাথে গত বছরের এপ্রিল মাস থেকে প্রকাশনী হিসেবেও কাজ শুরু করেছে নেট ফড়িং। ইতিপূর্বে বেশ কিছু লেখক-লেখিকার একক বই প্রকাশিত হয়েছে। এখন প্রতি মাসেই নেট ফড়িং এর একটি করে মুদ্রণ সংখ্যাও প্রকাশিত হচ্ছে। পাঠকদের

অনুরোধ মেনে নেট ফড়িং এর বিশেষ বিশেষ সংখ্যাগুলোও এখন মুদ্রণ সংখ্যা হিসেবেই প্রকাশিত হচ্ছে। ইংরেজি মাস অনুসারে একটি অনলাইন সংখ্যা ও বাংলা মাস হিসেবে একটি মুদ্রণ সংখ্যা এখন প্রতি মাসেই প্রকাশিত হচ্ছে। নেট ফড়িঙের কর্ণধার তথা শিল্পী বিক্রম শীল জানান অনলাইন সংখ্যার জন্য যেকোনো দিন লেখক বন্ধুরা লেখা পাঠাতে পারেন, এক্ষেত্রে কোন শব্দসীমা বা লাইন সীমা নেই। অন্যদিকে মুদ্রণ সংখ্যার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখকদের লেখা পাঠাতে হবে, এক্ষেত্রে রয়েছে শব্দসীমা ও কবিতার ক্ষেত্রে লাইন সীমা, সেই অনুযায়ী লেখকদের লেখা পাঠাতে হয়। একক বই এর ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম লেখক-লেখিকাদের বই এর পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হয় মেইল এর মাধ্যমে। পাণ্ডুলিপি নির্বাচিত হলে শুরু হয় একক বইয়ের কাজ। এ পর্যন্ত এই বাংলার অনেক লেখক-লেখিকার একক বই প্রকাশিত হয়েছে নেট ফড়িং মাধ্যমে। সেই বইগুলো পাঠক মহলে বেশ সাড়া ফেলেছে। ইতিমধ্যে অনলাইন ম্যাগাজিনের নিরিখেও নেট ফড়িং ২৮৫ সংখ্যায় পদার্পণ করেছে।

নাটক ও মূকাভিনয় কর্মশালা

পার্থ নিয়োগী: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির সহযোগিতায় 'কোচবিহার ছায়ানীড়' আয়োজিত দু'দিনব্যাপী মূকাভিনয় এবং নাটকের কর্মশালা আজ কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শেষ হল। দু'দিনের এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষক হিসেবে আছেন নির্মল কুমার দে, দীপক চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ পাল এবং স্নেহাশিস চৌধুরী। শিবির পরিচালক হিসেবে আছেন স্বাগত পাল। শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের ছেলে মেয়েদের নাটক ও মূকাভিনয়ের প্রতি উৎসাহ বাড়ার লক্ষ্যে এই ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালায় থিয়েটার গেমস, ইমপ্রভাইজেশন, মঞ্চের ব্যবহার, কণ্ঠস্বর, মূকাভিনয়ের বিভিন্ন দিক, শরীর চর্চা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

শতবর্ষে পদার্পণ করছে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ হাইস্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এ বছরই শতবর্ষে পদার্পণ করছে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ হাইস্কুল। ১৯২৪ সালে মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই স্কুল তৈরি হয়। আগামী পয়লা আগস্ট থেকে বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে, সেদিন সকালে শোভাযাত্রায় পা মেলাবেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মীদের পাশাপাশি অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী।

কোচবিহার প্রেস ক্লাবে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়, সেখানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী কোচবিহারের আপামর জনসাধারণকে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পদার্পণ অনুষ্ঠানে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। পয়লা আগস্ট বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে শোভাযাত্রার পাশাপাশি সারা বছরব্যাপী থাকছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান খেলাধূলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বৃক্ষরোপণ রক্তদান সহ একাধিক কর্মসূচি।

তৃণমূল থেকে আসা প্রাণেশ রায়ের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দিলেন সুকান্ত মজুমদার।

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে ভোট কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো ভোট কর্মীরা। জলপাইগুড়িতে পলিটেকনিক কলেজে করা হয়েছে ডিসিআরসি, শুক্রবার সকাল থেকেই সদর ব্লকের বিভিন্ন বুথে পৌঁছাতে শুরু করেছেন পঞ্চায়েত ভোটের ভোট কর্মীরা। এই পলেটেকনিক কলেজেই আবার ১১ই জুলাই শুরু হবে গণনা। রাত থেকেই সদর ব্লকের বিডিও তথা পঞ্চায়েত নির্বাচন আধিকারিক নিজে উপস্থিত থেকে ডিসিআরসি, তদারকি করছেন পুরো ভোট প্রক্রিয়া। পাশাপাশি পুলিশের নজরদারি চলছে সর্বত্র। ডিসিআরসিতে পৌঁছে ডিএসপি সমীর পাল জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথে বুথে পৌঁছে যাবে। ডিসিআরসি থেকে ভোট কর্মীরা পুলিশ নিয়ে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে যাবে। এখনও পর্যন্ত সব শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে ভোট প্রক্রিয়া।

বৃষ্টি মাথায় নিয়েই জলপাইগুড়িতে শুরু হলো পুনরায় ভোট গ্রহণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: সকাল থেকে মুশলধারায় বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টি মাথায় নিয়েই জলপাইগুড়িতে শুরু হলো পুনরায় ভোট গ্রহণ। অশান্তি, ব্যালট লুট, ভাঙচুর সহ একাধিক কারণে জলপাইগুড়ি জেলায় ১৪ টি বুথে মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। কমিশনের নির্দেশে সোমবার সকাল থেকে পুনরায় শুরু হলো ভোট গ্রহণ। জলপাইগুড়ি জেলার ১৪ টি বুথের মধ্যে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে ২ টি, রাজগঞ্জে ৯ টি, মালবাজারে ১ টি, মেটেলিতে ১ টি এবং নাগরাকাটা ব্লকের ১ টি বুথে পুনঃনির্বাচন হচ্ছে। সকাল থেকে কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহণ। প্রতিটি বুথে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে বৃষ্টির কারণে সমস্যায় পড়েছেন ভোটাররা। ছাতা মাথায় করে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে আসছেন তারা। সকলেই যাতে ভোট দিতে পারেন তার জন্য ভোর থেকে গ্রামে গ্রামে প্রচার করছে প্রশাসন।

কোচবিহারের সিতাই বিধানসভায় বুথের পাশে বোমাবাজির আতঙ্কে ভোটাররা

কোচবিহার: কোচবিহারের সিতাই বিধানসভার শিবেশ্বর ৬/১৭২ নং বুথে শুরু হল পুনঃনির্বাচনের ভোটদান প্রক্রিয়া, বুথের পাশে চললো বোমাবাজি। সোমবার সকাল সাতটা থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উপস্থিতিতে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সুষ্ঠভাবে ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে ভোট কেন্দ্রের অদূরে বোমাবাজির শব্দে ভোটকেন্দ্রে আসা ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সাধারণ ভোটারদের আশ্বস্ত করেন। যদিও বোমাবাজির শব্দের কথা প্রার্থীরা স্বীকার করলেও, কে বা কারা করছেন সেই বিষয়ে খোলসা করে কিছু জানায়নি।

বিতর্ক থেকে গেল ভোট গণনা নিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা: খোদ গণনা কেন্দ্রেই প্রার্থী প্রকাশ্যে ব্যালেট বাক্সে কালি ঢেলে দিল। এমনই ঘটনা ঘটল ভোট গণনার দিন কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের গণনা কেন্দ্রে। ফলিমারি গ্রামপঞ্চায়েতের ৪/৪১ নম্বর বুথের ব্যালট বাক্স খুলে ভোট গণনা চলছিল। সে সময় বিজেপি প্রার্থী শতাধিক ভোট পেলেও তৃণমূল প্রার্থী মাত্র ২ টি ভোট পেয়েছে দেখে তৃণমূল প্রার্থী রিংকু রায় রাজভর গণনা কেন্দ্রে থাকা জল ও কালি তুলে নিয়ে ব্যালেট পেপারগুলিতে ঢেলে দেয়। ঘটনায় তুমুল গণ্ডগোল শুরু হলে পুলিশ এসে ওই প্রার্থীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। গণনা কেন্দ্রের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮/২১০ বুথের গণনা চলছিল। সেখানে দুটি ব্যালট পেপার নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। তিনবার গণনার পরও একই সমস্যা থেকে যাচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে এক সময় বিজেপির কাউন্টিং এজেন্টের সাথে তৃণমূলের কাউন্টিং এজেন্টের গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। এরপর সেই গন্ডগোল হাতাহাতিতে রুপ নিলে। অভিযোগ ওঠে সে সময় তৃণমূলের কাউন্টিং এজেন্ট এই ব্যালেট দুটি খেয়ে নেয়। পরে পুলিশ এসে তাকে আটক করে।

কোচবিহারে এসে পৌঁছালো বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বারংবার রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছে কোচবিহার। রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত হয়েছে বহু বিজেপি কর্মী। মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীর। সেই সমস্ত বিজেপি কর্মী এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এবং কথা বলতে কোচবিহারে এসে পৌঁছেছে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা রবিশংকর প্রসাদের নেতৃত্বে এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম আজ কোচবিহারে এসে মৃত বিজেপি কর্মী জয়ন্ত বর্মনের স্ত্রী সহ দিনহাটার কালমাটি এলাকায় গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে। একই সঙ্গে আজ কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকা বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা। একই সঙ্গে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেয় এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যরা। কোচবিহার-১ নম্বর ব্লকের ফলিমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মৃত বিজেপি কর্মী মাধব বিশ্বাসের বাড়িতে ও যাওয়ার কথা রয়েছে এই টিমের।

রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন ধূপগুড়ি পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা: জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পুরসভার কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়ায় সমস্যায় নগরবাসী। রাতভর ভারী বৃষ্টির ফলে ধূপগুড়ি পুরসভার ৩, ১১, ১৪, ১৫ নং ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকায় রাস্তার উপরে হাঁটু জল এবং বাড়িতে বাড়িতেও জল ঢুকে পড়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। মায়েরথান সংলগ্ন ধূপগুড়ি ফালাকাটা জাতীয় সড়কের উপর জল আটকে পড়ায় সমস্যায় পথ চলতি সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় ভুগছেন তারা। স্থানীয় পুর প্রশাসনকে জানানো সত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকবার পুর প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বলে অভিযোগ কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা খারাপ থাকার ফলে জল আটকে যাচ্ছে এলাকাগুলিতে। ফলে চরম সমস্যায় এলাকাবাসীরা। স্থানীয়রা চাইছেন দ্রুত এর সমস্যা সমাধান করুক পুর প্রশাসন না হলে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে তাদের। যদিও এ বিষয়ে পুরসভার তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বিধায়ককে মারধরের অভিযোগে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর দিনাজপুর: চোপড়ার বিধায়ককে মারধরের অভিযোগে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদে সামিল হল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল নেতৃত্বরা জানান, ইসলামপুর ব্লকের পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনা চলাকালীন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান খবর পান তার কন্যা নির্দল প্রার্থী আরজুনা বেগমের কাউন্টিং এজেন্টদের ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছেন না পুলিশ। সেই সময় তিনি ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী তাকে ব্যাপক মারধর করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাস্থল থেকে বিধায়ককে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে চিকিৎসকরা তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের পরিবার বিধায়ককে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।

পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার বেশ কয়েকটি টিয়াপাখি

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: অবৈধভাবে বাড়িতে টিয়াপাখি রেখেছিল এক ব্যক্তি। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবেশ দপ্তরের অভিযানে উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি টিয়াপাখি। রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর এলাকাতে অভিযান চালায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবেশ দপ্তরের দল। সেখানে একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৮ টি টিয়া। টিয়াগুলোকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেয় পুরনিগমের কর্মীরা। পুরনিগমের পক্ষ থেকে যার বাড়িতে টিয়াপাখিগুলি রাখা ছিল সেই ব্যক্তিকে একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং তাকে পুরনিগমের কার্যালয়ে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে কোচবিহারে মৃত্যুর সংখ্যা আরো বাড়লো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার জেলায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক হিংসায় আরো একজনের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারে। বিজেপির দাবি গত শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের হামলায় গুরুতর গুরুতর জখম হন কোচবিহার শালবাড়ি-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি কর্মী জয়ন্ত বর্মন। শুক্রবার রাতেই তাকে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাকে গত ১৩ই জুলাই কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হলে বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়।

টানা বৃষ্টির জেরে জলস্তর বাড়ছে কোচবিহারের একাধিক নদীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: পাহাড়ে টানা কয়েকদিন বৃষ্টির ফলে হঠাৎ করে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে কোচবিহারের একাধিক নদীর। কোচবিহার জেলার তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক সহ একাধিক নদী উঠেছে ফুলেফেঁপে। ফলে সৃষ্টি হয় বন্যা পরিস্থিতির। কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় জলঢাকা তথা ধরলা নদীর বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে পড়ছে পার্শ্ববর্তী এলাকায়। দিনহাটা-১ নং ব্লকের গিতালদহ-২ নং অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত বন্যার জলে। বিশেষ করে ইন্দো বাংলা সীমান্ত ঘেঁষা দরিবস, জারিধরলা এই দুইটি গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সাথে। গ্রামবাসীরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বৃষ্টি যদি না কমে আর নদীর জলস্তর যদি এভাবে বাড়তে থাকে তাহলে আজ শুক্রবার দুপুর নাগাদ বেশিরভাগ বাড়ি তলিয়ে যাবে জলের তলায়। সেক্ষেত্রে ব্যাপক পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন তারা। ইতিমধ্যেই যেসব বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে প্রশাসনের তরফে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসার ব্যাবস্থা করা হচ্ছে। তবে এলাকাবাসী দাবি জানাচ্ছেন প্রশাসন যদি সঠিক সময়ে নদীর বাঁধ নির্মাণ করত তাহলে তাদের প্রত্যেক বছর এই দুর্ভোগে পড়তে হত না।

কিয়া ইন্ডিয়া উদযাপন করছে ১ মিলিয়নের উৎপাদন ইউনিট

শিলিগুড়ি: Kia India, তার নতুন সংস্করণ সেল্টসের প্রথম ইউনিট অনন্তপুরে তার ভবিষ্যত উত্পাদনের সুবিধা থেকে ১ মিলিয়ন গাড়ি পাঠানোর ঐতিহাসিক মাইলস্টোন উদযাপন করেছে। এই উদযাপনটি নতুন সেলটোসের উত্পাদন বৃদ্ধি করার পদক্ষেপকে চিহ্নিত করেছে। এই উল্লেখযোগ্য অর্জনটি ভারতীয় বাজারে Kia এর প্রতিশ্রুতিকে আন্ডারস্কোর করার পাশাপাশি স্ট্রাটেজিক পদ্ধতির সাফল্য প্রদর্শন করেছে।

১ মিলিয়ন উৎপাদন উদযাপনের অংশ হিসাবে Kia India "অনুপ্রেরণামূলক গতিশীলতা সমাধান যা জীবনকে সমৃদ্ধ করে"- এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য তার ভিশনকে উন্মোচন করেছে। এই কোম্পানির লক্ষ্য হল নতুন সেগমেন্টে গ্রাহক-কেন্দ্রিক ইনোভেশন এবং নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে ১০% মার্কেট শেয়ারের সাথে Kia ২.০ -এ রূপান্তরিত করা। এছাড়াও, Kia India তার কর্মচারীদের উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট ড্রপ এবং উপহার দেওয়ার মতো উদ্যোগগুলির ওপরে ফোকাস করেছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্লাস্টিক বর্জ্য মোকাবেলা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

কিয়া ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও তাই-জিন পার্ক বলেছেন, "এটি আমাদের, আমাদের কর্মচারীদের এবং আমাদের পার্টনারদের জন্য একটি বড় মুহূর্ত, যারা আমাদের এই যাত্রায় প্রথম থেকে পাশে আছেন এবং সমর্থন করে আসছেন। কিয়ানকে ভারতীয় গ্রাহকদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই।"

সাস্টেইনেবল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে Toyota Kirloskar Motor

কলকাতা: Toyota Kirloskar Motor, পরিবেশের সুস্থতা এবং সাস্টেইনেবিলিটি বজায় রাখার জন্য 'CII GreenCo Platinum Company' পুরস্কার পেয়েছে। এই পুরস্কারটি TKM-এর পরিবেশের প্রতি তার দ্বায়িত্বশীল প্রতিশ্রুতির প্রদর্শন করেছে। কোম্পানি কর্মক্ষমতার মূল্যায়ন এবং স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য GreenCo রেটিং-এর মতো মূল্যায়ন টুল ব্যবহার করে শক্তি দক্ষতা, জল সংরক্ষণ, রিনিউয়েবল শক্তি, GHG মিটিগেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহার, গ্রীন সাপ্লাই চেইন, প্রোডাক্ট স্টুয়ার্ডশিপ, জীবনচক্র মূল্যায়ন, এবং জীববৈচিত্র্যের উপর ফোকাস করেছে।

পুনেতে অনুষ্ঠিত গ্রিনকো সামিট ২০২৩-এ এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়েছিল যা বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিলের প্রাক্তন মহাপরিচালক ড. রঘুনাথ অনন্ত মাশেলকার-এর উপস্থিতিতে Toyota Kirloskar Motor এর ম্যানুফ্যাকচারিং- অ্যাসোসিয়েট এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট বি. পদ্মনাভ গ্রহণ করেছিলেন। TKM, GreenCo পুরস্কারের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশগত মানগুলির সাথে সম্মতি জানিয়ে ভবিষ্যতের আসন্ন প্রয়োজনীয়তাগুলির জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করছে। এছাড়াও, এই কোম্পানি তিন বছরের জন্য বার্ষিক পর্যালোচনা এবং পুনরায় শংসাপত্র প্রদানের মাধ্যমে ফাঁকগুলিকে চিহ্নিত করে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ক্রিয়াকলাপগুলি উপযুক্ত সময়ে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা করছে।

Toyota Kirloskar Motor এর ম্যানুফ্যাকচারিং-অ্যাসোসিয়েট এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট বি. পদ্মনাভ বলেছেন, "এই প্রেস্টিজিয়াস গ্রিনকো প্ল্যাটিনাম কোম্পানি' পুরস্কার অর্জন একটি কার্বন-নিরপেক্ষ সমাজ তৈরী করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করেছে। আমরা নতুন স্ট্যান্ডার্ড, অন্যদের অনুপ্রাণিত করা এবং পরিবেশ বান্ধব সমাজ গড়ে তুলতে পেরে গর্বিত।"

Sony নিয়ে এসেছে নতুন পার্টি স্পিকার SRS-XV800

নতুন দিল্লি: Sony India-নিয়ে এসেছে নতুন SRS-XV800 পার্টি স্পিকার, যার মাধ্যমে সিনেমা, টিভি শো এবং গান স্পষ্ট শব্দের সাথে শোনা যাবে। এই নতুন সংস্করণটি শ্রোতাদের সোনি মিউজিক সেন্টার, এবং ভয়েস চেঞ্জার, ইকো এবং ডিজে প্লেলিস্ট এবং কারাওকের জন্য ফিস্টেবল অ্যাপের সাথে পার্সোনালাইজড পরিবেশ অফার করবে। এই অত্যাধুনিক স্পিকারটি পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।

Sony India, SRS-XV800 স্পিকারটি প্রধানত ভারতীয় শ্রোতাদের জন্য তৈরী করেছে, যা শক্তিশালী বেস, অমনি-ডিরেক্শনাল পার্টি সাউন্ড এবং ব্যালেন্সড স্পিকার দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে। এটির ব্যাটারী ২৫ ঘন্টা অবধি থাকে এবং মাত্র ১০ মিনিটের ফাস্ট চারজিংয়ে ৩ ঘন্টা অবধি একনাগাড়ে চলতে পারে। এটি টিভি সাউন্ড বুস্টার ফাংশনের সাথে বিনোদনের জন্য অডিও-ভিজ্যুয়াল কন্টেন্টগুলিকে উন্নত করে। সুবিধা অনুযায়ী এই পোর্টেবল স্পিকারটি ব্যবহার করার জন্য এতে বিল্ট-ইন চাকা এবং হ্যান্ডেল যুক্ত করা হয়েছে।

পুনরায় সিনেমা দেখার রুল বুক লিখেছে PVR INOX

কলকাতা: PVR INOX Ltd, ভারতের বৃহত্তম মাল্টিপ্লেক্স, F&B-এর জন্য তাদের একেবারে নতুন আকর্ষণীয় মূল্যের অফারের ঘোষণা করেছে, যা সারা দেশ জুড়ে সমস্ত PVR INOX এ উপলব্ধ থাকবে। এই নতুন অফারের দ্বারা দর্শকরা সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা অবধি হটডগ থেকে শুরু করে বার্গার, পপকর্ন এবং স্যান্ডউইচ, পানীয় এবং অসাধারণ কম্বোগুলি মাত্র ৯৯ টাকায় কিনতে পারবেন। এই বছরের মুক্তি পাওয়া সেরা ফিল্মগুলি যেমন -মিশন ইম্পসিবল 7: ডেড রেকনিং পার্ট ওয়ান, বার্বি, ওপেনহাইমার, দ্য মার্ভেলস এবং আরো অন্যতম চলচ্চিত্রগুলি দর্শকদের INOX এ এসে ফিল্ম দেখার জন্য উত্তেজনার স্তরকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

'গোল্ডেন পিকক এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' জিতে নিয়েছে আদানি ট্রান্সমিশন

মুম্বই: ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি সেক্টরের ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি, আদানি ট্রান্সমিশন লিমিটেড, পাওয়ার ট্রান্সমিশন সেক্টরে 'গোল্ডেন পিকক এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাওয়ার্ড (GPEMA)' পেয়েছে, যা ইনস্টিটিউট অফ ডিরেক্টরসের দ্বারা প্রদান করা হয়েছে। এই পুরস্কারটির মাধ্যমে ইনস্টিটিউট অফ ডিরেক্টরসের শূন্য বর্জ্য থেকে ল্যান্ডফিল, সিঙ্গেল-ইউজ-প্লাস্টিক, ওয়াটার-পসিটিভ অপারেশন, রিনিউয়েবল শক্তি একীকরণ ইত্যাদির ব্যবহার হ্রাস করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সেরা পরিবেশ ব্যবস্থাপনার প্রোগ্রামগুলিকে স্বীকৃতি দেয়। মুম্বাইয়ে বাল্ক বিদ্যুত সংগ্রহে রিনিউয়েবল শক্তি বাড়ানোর অভিনব স্ট্রাটেজির জন্য ATLকে তার B2C আর্ম অর্থাৎ, আদানি ইলেকট্রিসিটি মুম্বাই লিমিটেড (AEML) দ্বারা 'বিজয়ী' ঘোষণা করা হয়েছিল।

এই পুরস্কারটি সাস্টেইনেবল অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি একজন দায়িত্বশীল কর্পোরেট নাগরিক হিসাবে ATL এর ভূমিকাকে প্রতিফলিত করেছে। গোল্ডেন পিকক এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাওয়ার্ডটি ATL এর দীর্ঘমেয়াদী এনভায়রনমেন্টাল-সোশ্যাল-গভর্নেন্স (ESG) এর জন্য উত্সাহজনক স্বীকৃতি প্রদান করে।

চলতি বছর, একটি মূল্যায়ন গ্রুপ পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, শক্তি, এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞদের ৫২০ টিরও বেশি অ্যাপ্লিকেশনের মূল্যায়ন করেছে। এই আবেদনগুলি পরে মাননীয় বিচারপতি এম.এন. ভেঙ্কটাচালিয়া, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং ভারতের সংবিধান সংস্কারের জন্য জাতীয় কমিশনের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট জুরি কমিটিরমাধ্যমে পর্যালোচিত করা হয়েছিল।

চুলকানির ফাংগাল ইনফেকশনের ভ্রান্ত ধারণাগুলির অবসান ঘটান এই বর্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্ষাকাল, গরমের প্রখর তাপ থেকে মুক্তি দিলেও, এই ঋতুতে বিভিন্ন ফাংগাল ইনফেকশন এবং অসুস্থতার সম্মুখীন হতে হয়। ফাংগাল ইনফেকশন সম্পর্কে মানুষের মনে চারটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, যেগুলি হল-

১) এই ধরণের অবস্থার চিকিত্সার জন্য ঘরোয়া প্রতিকার এবং সেলফ-মেডিকেশন যথেষ্ট- শুধুমাত্র ঘরোয়া প্রতিকারের উপরে নির্ভর না করে রোগীদের ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২) ইনফেকশন সেরে গেলে, রোগীরা চিকিত্সা বন্ধ করতে পারেন, ৩) ফাংগাল সংক্রমণ শুধুমাত্র গ্রীষ্মকালে হয়- ভারতে গ্রীষ্মের মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরবর্তীকালে বর্ষাকালের আর্দ্রতা এবং স্যাঁতসেঁতে পরিস্থিতি ফাংগাল ইনফেক্শনের সংখ্যাকে ক্রমবর্ধমান আকর্ষিত করতে থাকে। ৪) শুধুমাত্র শিশুরাই ফাংগাল সংক্রমণে আক্রান্ত হয়- সব বয়সী মানুষেরই ফাংগাল ইনফেকশন হতে পারে, এবং ১১ থেকে ৪০ বছর বয়সীদের মধ্যে ইনফেকশনের হার সব থেকে বেশি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে কলকাতার ডা. সুকন্যা ব্যানার্জী ক্লিনিকের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সুকন্যা ব্যানার্জী বলেছেন, "ভারতের উষ্ণ এবং আর্দ্র জলবায়ুর জন্য ফাংগাল ইনফেকশন অতি সাধারণ হয়ে উঠেছে। লোকেরা প্রতিনিয়ত এই সমস্যা গুলির সাথে লড়াই করার চেষ্টা করছে, এবং এই সময়ে অ্যান্টি-ফাংগালের সাথে লড়াই করার জন্য নতুন নতুন সেলফ-মেডিকেশন প্রোডাক্টের বৃদ্ধি হয়েছে। এই অবস্থার নিরাময়ের জন্য রোগীদের সঠিক ওষুধের জন্য ডাক্তারদের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা রোগীদের ফাঙ্গাল ইনফেকশনের সাথে মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।"

বর্ষাকালে এই ফাংগাল ইনফেক্শনগুলি প্রচুর পরিমানে হয়ে থাকে, তবে এই সমস্যাগুলোকে নিয়ে এখনও মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অ্যাবট ইন্ডিয়ার মেডিক্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর ডা. অশ্বিনী পাওয়ার বলেছেন, "কার্যকরভাবে ফাংগাল সংক্রমণের চিকিত্সা করার জন্য রোগীদের যথাযথভাবে ফাংগাল ইনফেকশন নিরাময়ের পরিকল্পনা করা দরকার। এর মধ্যে রয়েছে ওষুধের সম্পূর্ণ কোর্স, যা সময়মত সম্পূর্ণ করলে রোগীরা সংক্রমণের থেকে মুক্তি পেতে পারবেন।"

ফাংগাল ইনফেকশনের ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে, এবং নিজেকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য হ্যাপিয়েস্ট হেলথ সামিটের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে

কলকাতা: স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য 'দ্য এজ অফ নিউট্রিশন ২০২৩' সম্মেলনের আয়োজন করেছিল হ্যাপিয়েস্ট হেলথ, যা বুধবার সেন্ট জন'স অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল। এই সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে, অংশগ্রহণকারীদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গভীর ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি সেরা স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা অর্জন এবং বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বেঙ্গালুরুর সেন্ট জন'স রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং পুষ্টি বিভাগের প্রধান ডা. রেবেকা কে. রাজ "নিউট্রিশন আনপ্লাগড: আনলকিং এ হেলদিয়ার ইউ"- বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে সম্মেলনটি শুরু করেন। তিনি বলেছেন, সচেতনতার সাথে স্বাস্থ্যকর হওয়ার যাত্রা শুরু করুন যা আপনাকে একটি স্বাস্থকর ওজন।"

এই সম্মেলনে থট-প্রভোকিং সেশনের পাশাপাশি, অংশগ্রহণকারীরা ইটোপিয়া ২০২৩-এ রান্না সম্পর্কিত অ্যাডভেঞ্চারের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলো। এছাড়াও, তারা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবারের বিস্তৃত রেঞ্জের সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করেছে।

ভারতের সবচেয়ে দামি হুইস্কি, ব্লেন্ডার প্রাইড ১ মিলিয়ন কেসের মাইলস্টোন পার করেছে

শিলিগুড়ি: ভারতের সবচেয়ে দামি হুইস্কি, সিগ্রামের ব্লেন্ডারস প্রাইড রিজার্ভ কালেকশন মাত্র এক বছরের মধ্যে ১ মিলিয়ন কেস বিক্রি করে অবিশ্বাস্য মাইলস্টোন অর্জন করেছে। এটি পূর্ববর্তী ৩ বছরের বার্ষিক বিক্রয়ের ৩০% (CAGR) বৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা ভারতীয় হুইস্কি বিভাগে এই ব্রান্ডকে তৃতীয় বৃহত্তম ব্র্যান্ড গড়ে তুলেছে।

বর্তমানে, অল্পবয়সীরা উন্নত অভিজ্ঞতার জন্য ব্যয় করতে পছন্দ করে যা এই হুইস্কিকে আরও ব্যয়বহুল করেছে। IWSR ২০২২- এর রিপোর্ট অনুসারে, ব্লেন্ডার প্রাইড রিজার্ভ কালেকশন "ইন্ডিয়ান প্রিমিয়াম হুইস্কি" বিভাগে অন্যান্য ব্র্যান্ডের দামের মাত্রার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে দামি হয়ে উঠছে। এর অসাধারণ স্বাদের জন্য ব্লেন্ডার প্রাইড হুইস্কি বিভাগে মোট ১১% এরও বেশি আয়তন জুড়ে রয়েছে, যা ভারতের বাজারে নিজেকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রায় ১৫০ বছর থেকে ব্লেন্ডার প্রাইড রিজার্ভ কালেকশন, রিজার্ভ স্কচ মল্ট ব্যবহার করে বানানো হয়েছে, যা মাস্টার ব্লেন্ডার কেভিন বাল্মফোর্থ তৈরী করেছে।

এই মাইলস্টোন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে পারনোড রিকার্ড ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার কার্তিক মহিন্দ্রা বলেছেন, "ব্লেন্ডার প্রাইড রিজার্ভ কালেকশন, ভারতের প্রিমিয়াম হুইস্কি সেক্টরে তৃতীয় বৃহত্তম ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। আমরা ১ মিলিয়নের মাইলস্টোন অতিক্রম করতে পেরে ভীষণ আনন্দিত এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রোডাক্ট আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করে আরও প্রসারিত হবে।"

ফিনান্স এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডেপুটিদের বৈঠক শুরু হয়েছে গান্ধীনগরে

নতুন দিল্লি: G২০ প্রেসিডেন্সির অধীনে, গান্ধীনগরে শুরু হয়েছে ফাইন্যান্স অ্যান্ড সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডেপুটিজ (FCBD) মিটিং, যা ২০২৩ এর ১৪ থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত চলবে। এই দুইদিনব্যাপী বৈঠকটিতে সহ-সভাপতিত্ব করছেন ইকোনোমিক আফিয়ার্স বিভাগের সেক্রেটারি অজয় শেঠ এবং RBI এর ডেপুটি গভর্নর ড. মাইকেল ডি. পাত্র। এই বৈঠকটিতে G২০ সদস্য এবং অন্যান্য পার্টনার দেশগুলি প্রধানত গ্লোবাল অর্থনীতির ওপরে আলোচনা করবে।

বৈঠকের প্রথম দিনে, প্রতিনিধিরা রাউন্ডটেবিল অধিবেশনে মাল্টিল্যাটেরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (MDB)-কে শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি নতুন দিল্লির G২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলের নথির ওপরে ফোকাস করেছিলেন। তৃতীয় বৈঠকে, এই নথিটি কাজের স্ট্রীম এবং FMCBG-এর নির্দেশিকা উপস্থাপিত করবে, যা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২০২৩ এর জুলাই মাসে। FMCBG-এর তৃতীয় বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং RBI এর গভর্নর ড. শক্তিকান্ত দাস সভাপতিত্ব করবেন, যেখানে G২০ সদস্য, অর্থমন্ত্রী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করবে।

এই G২০ বৈঠকটিতেগ্লোবাল ইকোনমি, সাস্টেইনেবল ফিনান্স, ইনফরস্ট্রাকচার, ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স আর্কিটেকচার, ট্যাক্সেশন এবং ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনের বিষয়ে পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক সেশন করা হবে।

Tata Motors এবং জওহর নবোদয় বিদ্যালয় (JNVs)-এর পার্টনারশিপ

মুম্বই: ভারতের শীর্ষ স্থানীয় অটোমোবাইল কোম্পানী Tata Motors, 'National Vocational Course Education Policy 2020'-এর অংশ হিসেবে জওহর নবোদয় বিদ্যালয় (JNV) এর সাথে পার্টনারশিপ করেছে। এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে কোম্পানি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, অটোমোটিভ স্কিল এবং ইন্ডাস্ট্রির এক্সপোজারের প্রশিক্ষণ দেবে। এই প্রোগ্রামটি ২০২২ সালে লঞ্চ করা হয়েছিল, যা বর্তমানে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড জুড়ে ২৫ টি JNV-তে প্রশিক্ষণ অফার করছে। এখনো অবধি এই প্রোগ্রামটির দ্বারা ২৫০০ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এ বছর ৫ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

Tata Motors ২৫ টি JNV স্কুলে 'অটোমোটিভ স্কিল ল্যাব' তৈরী করেছে, যা স্কুল গুলিতে শিক্ষার্থীদেরকে ভোকেশনাল বিষয়গুলির ওপরে প্রশিক্ষণ দেবে। এই প্রোগ্রামটি জামশেদপুরের টাটা মোটরস প্ল্যান্টে পরিচালনা করা হয়েছিল। এটির সাথে শিক্ষার্থীরা স্কুলিং শেষ করার পরে মেকাট্রনিক্সে ডিপ্লোমা করতে পারবে যা সম্পূর্ণভাবে কোম্পানি স্পনসর করবে।

Tata Motors এর CSR হেড বিনোদ কুলকার্নি বলেছেন, "আমরা দেশের যুবসমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি, এবং আমাদের JNV এর সাথে এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে, আমরা তাদের উচ্চ কর্মসংস্থান প্রস্তুত করতে পেরে আনন্দিত।"

Skill India পুনরুজ্জীবিত করেছে জম্মু ও কাশ্মীরের নামদা শিল্পকে

কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY)-এর অংশ হিসাবে ভারতের কাশ্মীর রাজ্যে Skill India pilot প্রকল্প মৃতপ্রায় নামদা শিল্পকে পুনরায় শুরু করেছে। রাজ্যের ছয়টি জেলার ২,২০০ জন প্রার্থী এই শিল্পকে পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা এবং ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি প্রতিমন্ত্রী শ্রী রাজীব চন্দ্রশেখর নামদা শিল্প প্রোডাক্টের প্রথম ব্যাচটির জন্য পতাকা উন্মোচন করেছেন, যা যুক্তরাজ্যে (UK) রপ্তানি করা হবে। এই প্রকল্পটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেল স্থাপন করে লোকাল শিল্প পার্টনারদের সহযোগিতায় দক্ষতার বিকাশ ঘটাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের যুবসমাজকে স্কিলিং, রিস্কিলিং এবং আপস্কিলিংয় করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি অটল রয়েছে। কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে, কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা এবং ইলেকট্রনিক্স এবং আইটি প্রতিমন্ত্রী শ্রী রাজীব চন্দ্রশেখর বলেছেন," আমরা ২০২১ সালে এই নামদা প্রকল্পটি লঞ্চ করেছিলাম, যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নয়া ভারত, নয়া আভসার, নয়ী সমৃদ্ধির চিন্তাভাবনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রকল্পটি ভারতের যুবসমাজের জন্য নতুন সুযোগ তৈরী করবে।"

realme নিয়ে এসেছে নতুন স্টাইলিশ narzo ৬০ সিরিজ ৫G এবং Ear Buds Wireless ৩

শিলিগুড়ি: ভারতের নির্ভরযোগ্য স্মার্টফোন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা realme, তার লেটেস্ট সংস্করণ realmenarzo 60 Series 5G এবং realme Buds Wireless 3 লঞ্চ করেছে। এই নতুন স্মার্টফোনের সংস্করণে realmenarzo 60 Pro 5G এবং realmenarzo 60 5G- এই দুটি স্মার্টফোন প্রচলন করেছে, যা গ্রাহকদের অতুলনীয় অভিজ্ঞতা দেবে।

'ডেয়ার টু লিপ' স্পিরিটের দ্বারা Realme অত্যাধুনিক ডিজাইনের সাথে তার ব্রান্ডটিকে রিডিফাইন করে পরবর্তী স্তরে নিয়ে গেছে। ১TB স্টোরেজের সাথে এই প্রথম এবং একমাত্র স্মার্টফোন Realmenarzo 60 Pro 5G ভারতীয় গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে পূরণ করেছে। Realmenarzo 60 Pro 5G কাটটিং-এজ-ডিজাইনের সাথে বিপ্লবী টেকনোলজিকে একত্র করেছে। Go Premium স্ট্র্যাটেজির অংশ হিসেবে Realme তার নতুন সংস্করণটি ভারতীয় বাজারের জন্য বিশিষ্ট্যতার সাথে তৈরী করেছে। Realme এর Buds Wireless 3, নেকব্যান্ড ইয়ারফোনের পরবর্তী জেনারেশন, যার বিগ-টাইম ব্যাস ব্যবহারকারীদের অডিও

অভিজ্ঞতাকে রিডিফাইন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ইয়ারবাডগুলি উচ্চ গুণমান এবং ব্যতিক্রমী মূল্য প্রদানের মাধ্যমে ব্র্যান্ডের প্রতিশ্রুতিকে পরিদর্শিত করেছে।

RealMenorzo India এর মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি লিড মনীশ রানা বলেছেন, "আমরা realmenarzo 60 Series 5G এবং বিপ্লবী realme Buds Wireless 3 earbuds উপস্থাপন করতে পেরে গর্বিত। আমাদের এই নতুন সংস্করণগুলো গ্রাহকদেরকে অত্যাধুনিক অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।"

ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল B2B রিটেইল টেক প্ল্যাটফর্ম Arzooo

কলকাতা / শিলিগুড়ি: ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল B2B রিটেইল টেক প্ল্যাটফর্ম Arzooo, খুচরা বিক্রেতাদের ব্যবসাকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় প্রো ফাইন্যান্স লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। কোম্পানির লেটেস্ট ফিনটেক পরিষেবাটি অফলাইন খুচরা বিক্রেতাদেরকে - ইন-স্টোর সেল কনভার্শনস এবং আকাঙ্খিত ক্রেতাদের কাছে হাই-ভ্যালু প্রোডাক্ট বিক্রি করতে সক্ষম করবে।

Arzooo এর ডিজিটাল-ফার্স্ট পন্থাটি বিক্রেতাদের ব্যবসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা গুলোকে অতিক্রম করে তাদের ব্যবসার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করেছে। এই কোম্পানি অফলাইন বিক্রেতাদের ব্যবসায় পেমেন্ট, কনজিউমার ফাইন্যান্স এবং ব্যাঙ্ক এর অধীনে বিভিন্ন অফারগুলিকে একত্রিত করে অনন্য সমাধানগুলি প্রদান করেছে।

অফলাইন বিক্রেতাদের ব্যবসার উন্নতির সম্পর্কে Arzooo-এর সিইও খুসনুদ খান বলেছেন, "খুচরা বিক্রেতাদের ক্ষমতায়ন করার জন্য আমরা প্রো ফাইন্যান্স লঞ্চ করতে পেরে ভীষণ আনন্দিত। এই ফিনটেক পরিষেবার মাধ্যমে নিউ-টু-ক্রেডিট বায়াররা তাদের জীবনধারার আপগ্রেড করে আরও ভাল আর্থিক অ্যাক্সেসের সুযোগ পেতে পারবেন।"

Arzooo এর প্রো ফাইন্যান্স হাই ভ্যালু খুচরা সেক্টরে গ্রাহকদেরকে সাস্টেইনেবল ফাইন্যান্সিং, পেমেন্ট এবং আরও অনেক কিছুতে সক্ষম করবে। এছাড়াও, এটি NTC (ক্রেডিট থেকে নতুন) গ্রাহকদের তাৎক্ষণিক পেমেন্টের জন্য খুচরা ক্রেতাদেরকে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই ইত্যাদির মতো চেকআউট সমাধানগুলি প্রদান করবে।

১২ তম কোয়ালিটি মার্ক অ্যাওয়ার্ডস ২০২৩ অনুষ্ঠিত করবে মেক ইন ইন্ডিয়া

কলকাতা: কোয়ালিটি মার্ক ট্রাস্টের 'কোয়ালিটি মার্ক অ্যাওয়ার্ড' এর দ্বাদশ সংস্করণ অনুষ্ঠিত করা হবে, যা উদ্যোক্তাদেরকে তাদের প্রোডাক্ট এবং পরিষেবার মাধ্যমে ভারতের শিল্পে একটি চিহ্ন স্থাপন করতে সাহায্য করবে। এই উদ্যোগটির লক্ষ্য হল সেসব উৎকর্ষ ব্যক্তিকে উদযাপন করা যারা দেশের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

এই অনুষ্ঠানটি ২০২৩ এর ১৬ই জুলাই ডাবল ট্রি বাই হিলটন, আহমেদাবাদে আয়োজিত করা হয়েছে। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভারত সরকারের বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথের প্রতিমন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর, সম্মানিত অতিথি হিসেবে গুজরাটের ক্যাবিনেট শিল্প মন্ত্রী শ্রী বলওয়ান্ত সিং রাজপুত এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী শ্রী জগদীশ পাঞ্চাল এবং লিউডের সেলিব্রেটি গেস্ট মিস্টার গুলশান গ্রোভার ইত্যাদি বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। কোয়ালিটি মার্ক ট্রাস্টের সভাপতি শ্রী হেতালভাই ঠক্কর জানিয়েছেন যে ১১তম কোয়ালিটি মার্ক অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে ১৬ টি রাজ্য থেকে ৬০০ জনেরও বেশি উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জনপ্রিয় ভাই ভাই গানের সিঙ্গার এবং এই অর্গানাইজেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ ভেগদা বলেছিলেন যে আমরা সমস্ত উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং কোয়ালিটি মার্ক ট্রাস্টের সাথে যুক্ত সমস্ত শিল্প সমিতিকে এই উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে অবদান রাখার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

৭৫০ কোটি টাকার EV ব্যাটারী অর্ডার করেছে Spark Minda

কলকাতা: স্পার্ক মিন্ডার ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি, মিন্ডা কর্পোরেশন লিমিটেড, ইলেকট্রিক ভেহিকলস (EV) এর ব্যাটারি চার্জার উৎপাদনের জন্য শীর্ষস্থানীয় OEM থেকে একটি উল্লেখযোগ্য চুক্তি অর্জন করেছে, যার লাইফটাইম ভ্যালু হল ৭৫০ কোটি টাকা। এই উল্লেখযোগ্য অর্জন সম্পর্কে বলতে গিয়ে, স্পার্ক মিন্ডার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আকাশ মিন্ডা বলেছেন, "এই মাইলস্টোন অর্জনটি গতিশীলতার প্রচারের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করেছে এবং গ্লোবাল অটোমোটিভ শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদাগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বিষয়ে আমাদের ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করেছে।"

এই অত্যাধুনিক স্পার্ক মিন্ডার প্রডাক্টটি পুনেতে উৎপাদিত করা হবে। গত আর্থিক বছর মোট অর্ডারের ২০% EV অধিকার করেছিল। এই কোম্পানি তাদের নতুন উৎপাদনের দ্বারা অটোমোটিভ সেক্টরে বিপ্লব ঘটাবে এবং ভবিষ্যতের জন্য কোম্পানির অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে।

তানিয়া কান্তিকে সংবর্ধনা দিল কোচবিহার ডিএসএ

পার্থ নিয়োগী: জেলার গর্ব অনূর্ধ্ব- ২০ ও ২৪ ভারতীয় মহিলা দলের। ফুটবলার তানিয়া কান্তিকে সংবর্ধনা দিল জেলা ক্রীড়া সংস্থা গত ৪ ঠা জুলাই। এদিন বিকেলে কোচবিহার স্টেডিয়ামে ডিএসএ কার্যালয়ে তানিয়ার হাতে জার্সি, ফুল, মিষ্টি তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা তানিয়া সম্প্রতি বাংলাদেশে সাফ গেমসে ভারতের হয়ে খেলেছে। সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেছেন, "তানিয়া আমাদের গর্ব। ও যাতে খেলায় এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য উৎসাহিত করা হল।" এদিন সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত তানিয়া নিজেও।

ফাইনালে পর্ণা

রায়গঞ্জ: রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার ৮৫ তম জুনিয়ার রাজ্য ব্যাডমিন্টনে ডাবলসে ফাইনালে উঠল রায়গঞ্জের পর্ণা দত্ত। বৃহস্পতিবার কলকাতার হরিনাভিতে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে কলকাতার উজ্জয়িনী সোমকে নিয়ে সেমিফাইনালে পর্ণা ২১-১১, ২১- ১৩ পয়েন্টে কলকাতার রোশনি সিং-সৃজা সেনকে হারিয়েছে। শুক্রবার ফাইনাল।

দলবদল শুরু

রায়গঞ্জ: জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃক্লাব ফুটবলের জন্য দলবদল, নথিভুক্তিকরণ ও নবীকরণ ২১ জুলাই শুরু হবে। ৩ জুলাই সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, সংস্থার কার্যালয়ে তিনদিন বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে দলবদল চলবে। অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

ট্যালেন্ট সার্চফুটবলেচ্যাম্পিয়ন রায়গঞ্জ স্পোর্টস

রায়গঞ্জ: জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৫ ট্যালেন্ট সার্চ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব। ২ জুলাই ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে বাইস ফুটবল একাডেমিকে হারিয়েছে। একাডেমির রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে দুর্লভ দেবশর্মা বার অনুষ্ঠিত জোড়া গোল করে। তাদের অন্যটি জয় এক ভবনে বর্মনের। ফাইনালের সেরা ও সর্বাধিক গোল স্কোরার দুর্লভ।

ক্যারাটে শিবির আলিপুরদুয়ারে

আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার ক্যারাটে একাডেমির ক্যারাটে ট্রেনিং শিবির ২ জুলাই অনুষ্ঠিত হল। বাবুপাড়া এলাকার এক ভবনে আয়োজিত শিবিরে ৭৫ জন অংশ নিয়েছিল।

দুই ম্যাচ ড্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনী 'রাম্ভোলিয়ান্স'-এর তৃতীয় বর্ষ ১০ দলীয় রামভোলা সুপার লিগ ফুটবলে সোমবার ২০২০ প্রাক্তনী ও ২০২৩ প্রাক্তনীর ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে ম্যাচের সেরা ২০২০-র গৌরব দাস। অন্য ম্যাচে ২০১৫-'১৬ প্রাক্তনী ও ২০১৮ প্রাক্তনীর ম্যাচও গোলশূন্য ড্র হয়। ম্যাচের সেরা ২০১৫- '১৬-র বিকি হোসেন।

ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে চোপড়ার আনারস

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর দিনাজপুর: উত্তরবঙ্গের চোপড়ার আনারস পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে। প্রতিবছরই উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থেকে সুস্বাদু আনারস দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দেয়। তবে আগের মতো আর আনারস চাষ হচ্ছে না চোপড়া এলাকায়। চাষিরা জানান, আনারস চাষে রাসায়নিক সারের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায়, সেই মতো আনারসের দাম না পাওয়ার কারণে অনেক চাষি আনারস চাষ কমিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে চোপড়া এলাকার কাঁচা আনারস দিল্লি, লখনৌ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব সহ বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে লরিতে করে। আনারস চাষি শাবেদ আলম জানান, এবারে প্রতি কিলো আনারস বিক্রি হচ্ছে ১৩ থেকে ১৭ টাকা দরে। গতবারের তুলনায় এবার দাম বেশি থাকলেও চাষিদের খরচ বেড়ে যাওয়ায় খুব একটা লাভ থাকছে না বলে জানিয়েছেন আনারস চাষিরা। তাই ধীরে ধীরে চোপড়াতে আনারস চাষ কমে গেছে।

কোচবিহার পৌরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বকেয়া মেটানোর উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার পৌরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বকেয়া গ্র্যাচুইটির টাকা মেটানোর উদ্যোগ নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কোচবিহার পৌরসভা। পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের উদ্যোগে ৪৭ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর বকেয়া টাকা মেটানো হল এদিন। তাদের হাতে প্রাপ্য টাকার চেক তুলে দেন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সদর মহকুমাশাসক ও কাউন্সিলাররা। জানা গেছে এই ৪৭ জনের বকেয়া টাকা মেটাতে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে পৌরসভার। ২০১৫ ও ২০১৬ সাল থেকে পৌরসভার অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির টাকা বকেয়া ছিল। পৌরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এই বকেয়া মেটাতে উদ্যোগী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, কোচবিহার পৌরসভার অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদের দীর্ঘদিন থেকে গ্র্যাচুইটির টাকা তাদের পাওনা ছিল। ৪৭ জনের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হল। আরও ৩৭ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর গ্র্যাচুইটির টাকা এখনো বকেয়া আছে। সেই বকেয়া মেটাতে প্রয়োজন প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। সেই টাকাও দ্রুত মেটানো হবে। এদিন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের হাতে চেক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে ছাতা ও নারকেল গাছের চারা।

আইএফএ-র গভর্নিং বডিতে স্থান পেল কোচবিহারের শিশির নিয়োগী

পার্থ নিয়োগী: আইএফএ-র সম্পাদক অনির্বাণ দত্ত কিছুদিন আগে কোচবিহারে এসে কথা দিয়েছিলেন জেলার ফুটবলের মান উন্নয়নের ও নতুন প্রতিভা তুলে আনার। আর সেই কথাটি বাস্তবায়ন হলো ২০ জুন কলকাতায় আইএফএ-র সভায় এদিনের সভায় কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম সচিব শিশির নিয়োগীকে আইএফএ-র গভর্নিং বডিতে স্থান দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই এতে খুশি কোচবিহারের ফুটবল মহল। শিশিরবাবুর এই সুযোগ পাওয়ায় কোচবিহারের ফুটবল পরিকাঠামোর উন্নতি হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। দায়িত্ব পেয়ে আপ্লুত শিশিরবাবু জানালেন 'খেলার স্বার্থে কাজ করব'। এই নিয়ে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত বলেন, 'রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলির সঙ্গে কোচবিহারের সুসম্পর্ক রয়েছে। তার জেরে এখানকার দক্ষ প্রশাসকরা বড় দায়িত্বও পাচ্ছেন। খেলার মান উন্নয়নে এখন আরও সুবিধা হবে'।

চ্যাম্পিয়ন পুণ্ডিবাড়ি

কোচবিহার: ঘোকসাডাঙ্গা জুনিয়ার ফুটবল একাডেমির ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পুণ্ডিবাড়ি একাদশ। শনিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে কাদম্বিনী চা বাগানকে। ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক তুফান উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালের সেরা পাপাই বর্মনের গোলে পুণ্ডিবাড়ি একাদশ এগিয়ে যায়। একেবারে শেষ মুহূর্তে রাজিবুল মিয়াঁ দ্বিতীয় গোলটি করেন। প্রতিযোগিতার সেরা কাদম্বিনীর অজয় খেরওয়ার।

জিতল নিউ সব্যসাচী

পার্থ নিয়োগী: হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবলে লিগ পর্যায়ের শেষ খেলায় চামটা নিউ সব্যসাচী ক্লাব ৪-২ গোলে তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে চামটার মহব্বাত মিয়াঁ হ্যাটট্রিক করেন। বাকি গোলটি তানসেন মিয়ার। তুফানগঞ্জের স্কোরার সুশান্ত প্রধানী ও শুভজিৎ দাস। ম্যাচের সেরা হয়ে প্রতিমা হাজরা ও নীলমণি হাজরা ট্রফি পেয়েছেন চামটার তিতুল মিয়াঁ।

জিতল মর্নিং স্পোর্টস

তুফানগঞ্জ: মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলে রবিবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব ৭-১ গোলে চিলাখানা একাদশকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে মর্নিংয়ের ম্যাচের সেরা শুভজিৎ দাস ছয়টি গোল করেন অন্যটি তপন দাসের। চিলাখানার গোলটি বিশ্বজিৎ কর্মকারের।

সুব্রত কাপ ফুটবল শুরু ১৭ জুলাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: সুব্রত কাপ স্কুল ফুটবলে শিলিগুড়ির পাঁচটি জোনের খেলার ১৭ জুলাই শুরু হবে। জোন পর্যায়ের খেলা চলবে ১৯ জুলাই পর্যন্ত। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের মুখ্য উপদেষ্টা মদন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, শিলিগুড়িতে নর্থ জোন, সাউথ জোন, মাটিগাড়া, বাগডোগরা, নকশালবাড়ি-খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া জোনের স্কুলগুলি অংশ নেবে। অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে শুধুমাত্র ছেলেরা খেলবে। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ছেলে ও মেয়েদের দল অংশ নিতে পারবে। জোন চ্যাম্পিয়নরা ২০-২২ জুলাই তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। জেলার চ্যাম্পিয়নরা ক্লাস্টার পর্যায়ে অংশ নিতে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও মালদা যাবে। ক্লাস্টার পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হবে ২৬-৩০ জুলাই।

নিজের জায়গায় সম্মানিত তানিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারতের জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের সদস্য দিনহাটার তানিয়া কান্তিকে ৫ জুলাই তার নিজের বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জানাল বিদ্যাসাগর দ্বিশততম জন্মোৎসব কমিটির সদস্যরা। তানিয়াকে পুষ্পস্তবক, স্মারক, উত্তরীয় দেন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক অসিত কুমার চক্রবর্তী, সচিব উদয় কুমার ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ধনঞ্জয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

ফুটবল শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা: রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনী 'রাম্ভোলিয়ান্স'-র তৃতীয় বর্ষ ১০ দলীয় রামভোলা সুপার লিগ ফুটবল ৫ জুলাই শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ২০২১ প্রাক্তনী ২-০ গোলে ২০২৩ প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে শুভদীপ বণিক ও ম্যাচের সেরা পুষ্কর পণ্ডিত গোল করেন। অন্য ম্যাচে ২০০৭ অ্যান্ড কমবাইন্ড ২-০ গোলে ২০১৫- ১৬ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। গোল করেন শুভজিৎ দত্তগুপ্ত ও ম্যাচের সেরা অনুপ পণ্ডিত। ম্যাচের সেরা অনুপ। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার দাস।

ক্যারম দল রওনা দিল

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতায় ১৫ ও ১৬ জুলাই অনুষ্ঠেয় রাজ্য র‍্যাংকিং ক্যারমের জন্য দার্জিলিং জেলা ক্যারম সংস্থার চারজনের দল ১৪ জুলাই রওনা হবে। সংস্থার সচিব অতনুকুমার চৌধুরী জানিয়েছেন, দলে রয়েছেন সঞ্জীব রায়, সাগর কবিরাজ, শুভম দাস ও বাবাই রক্ষিত।

চ্যাম্পিয়ন স্বয়ংদ্যুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: সর্বভারতীয় ব্যাডমিন্টন র‍্যাংকিং হল ভুবনেশ্বরে সাব-জুনিয়ার অনূর্ধ্ব- ১৩ ব্যাডমিন্টনে অন্ধ্রপ্রদেশের হেমন্ত শ্রী সামেথাকে নিয়ে স্বয়ংদ্যুতি উত্তরপ্রদেশের আরিয়ান ভট্ট- উত্তরাখণ্ডের সৌর্য্যা সিংহ রানাকে বিবেকানন্দ হারিয়েছে। স্বয়ংদ্যুতি জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব এবং কলকাতার স্টার ব্যাডমিন্টন একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেয়। এর আগে ২৭ জুন থেকে ২ জুলাই স্বয়ংদ্যুতি-হেমন্ত গোয়ায় র‍্যাংকিং প্রতিযোগিতাতেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সাফল্যের জন্য স্বয়ংদ্যুতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলা ব্যাডমিন্টন সংস্থার সচিব সুদীপ দেব। জানিয়েছেন, পরবর্তীতে স্বয়ংদ্যুতিকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

চ্যাম্পিয়ন দলসিংপাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৬ দলীয় সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল দলসিংপাড়া স্পোর্টস একাডেমি। তারা ১২ পয়েন্ট পেয়েছে। ১১ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স বিবেকানন্দ ফুটবল একাডেমি। সোমবার বিবেকানন্দ ১-০ গোলে দলসিংপাড়া স্পোর্টসকে হারিয়েছে। সূর্যনগর মাঠে গোল করেন রীতেশ বাসফোর (৮০ মিনিট)।

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ফুটবল লিগের সুপার লিগের ৮ দল

(১) ভানুদয়াল মিশন ফুটবল একাডেমি। (২) কোতোয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। (৩) ভারতী সংঘ ও পাঠাগার। (৪ পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাব। (৫) তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা। (৬) নিউ সব্যসাচী। (৭) প্রভাতী ক্লাব। (৮) মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা।

তুফানগঞ্জ মহকুমা ফুটবল লিগের সুপার লিগের দল

(১) শালবাড়ি যুব সংঘ। (২) বলরামপুর একাদশ। (৩) রসিকবিল যুবশ্রী সংঘ। (৪) ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96